পাক্ষিক

আহ্‌মদী

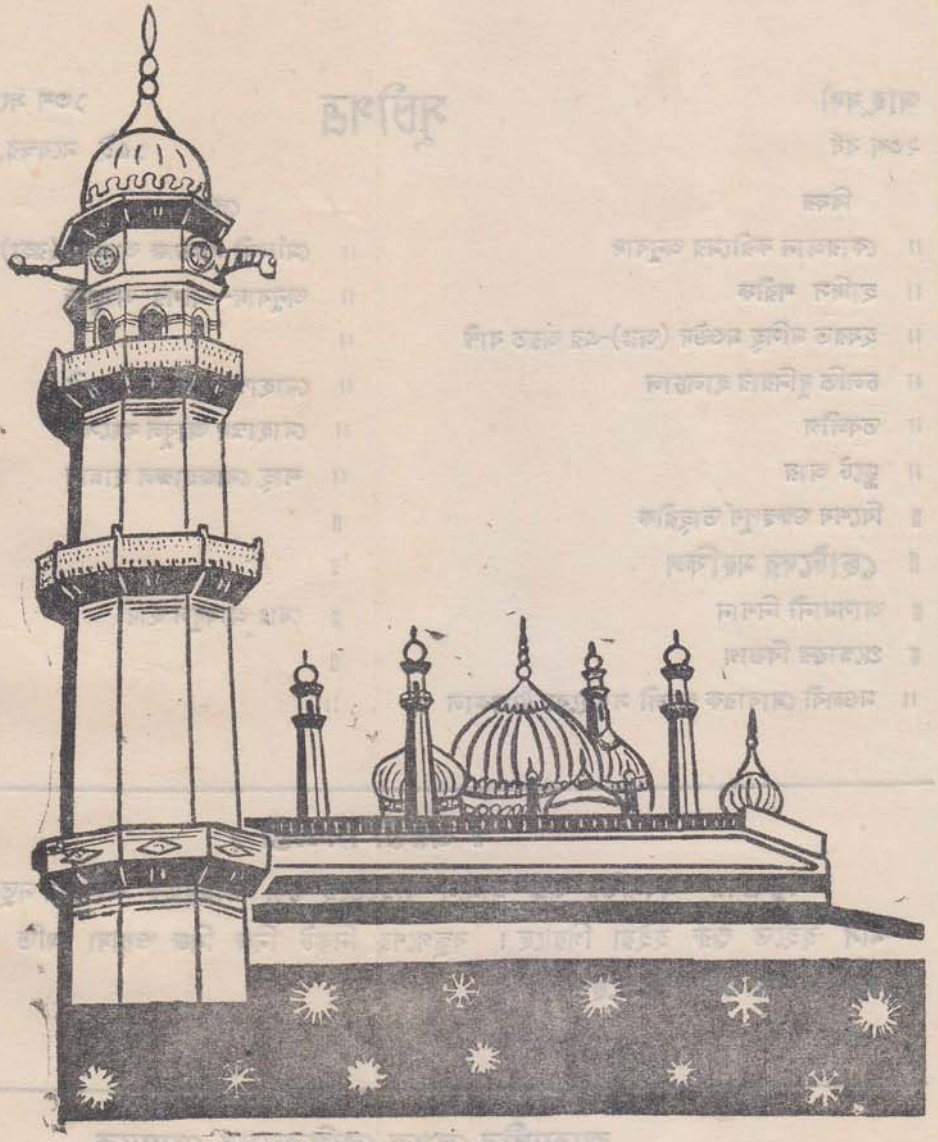

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

১৩শ সংখ্যা
১৫ই নবেম্বর, ১৯৬৯ :

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২৩শ বর্ষ

সূচীপত্র

১৩শ সংখ্যা
১৫ই নবেম্বর, ১৯৬৯ :

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	৩৩৭
হাদিস শরীফ	অনুবাদ—বশির আহ্‌মদ	৩৩৯
হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর অমৃত বাণী		৩৪১
চলতি দুনিয়ার হালচাল	মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	৩৪২
তবলীগ	মোহাম্মদ আবুল কাসেম	৩৪৩
ছুটে আয়	শাহ্ মোজহারুল হান্নান	৩৪৭
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাহ্‌রীক		৩৪৮
ছোটদের মহফিল		৩৫০
আসমানী নিশান	মোঃ আবদুল হাদী	৩৫১
প্রশ্নোত্তর বিভাগ		৩৫২
মওলবী মোবারক আলী সাহেবের ইন্তেকাল		(৩য় কভার পৃঃ)

॥ জরুরী বিজ্ঞপ্তী ॥

বন্ধুগণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, তাহরীকে জদীদের নতুন বৎসর নবেম্বর মাস হইতে শুরু হইয়া গিয়াছে। বন্ধুগণের নিকট নিজ নিজ ওয়াদা অতি সত্বর লিখাইবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

আহমদীর লেখক লেখিকাদের খেদমতে

* আপনার রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করে লিখে পাঠাবেন। কাগজের বাম পার্শে অন্তত দুই ইঞ্চি, উপরে দেড় ইঞ্চি ও নীচে এক ইঞ্চি মার্জিন রাখবেন। ফাক ফাক করে লেখা প্রয়োজন। তাতে সম্পাদনা ও সংশোধনের কাজে সুবিধা হয়।
* রচনার সাথে আপনার নাম ও পুরা ঠিকানা অবশ্যই থাকা চাই।
* রচনার অনুলিপি আপনার কাছে রাখবেন। অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم

و علی عبده المسیح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ঃ ২৩শ বর্ষ ঃ ১৫ই নবেম্বর ঃ ১৯৬৯ সন ঃ ১৫ই নবুয়াত ঃ ১৩৪৮ হিজরী শামসী ঃ ১৩শ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

সূরা ইবরাহীম

২য় রুকু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৮ ॥ এবং (সেই কথা স্মরণ কর) যখন তোমাদের প্রভু ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে থাক নিশ্চয় আমি তোমাদিগের প্রতি নিয়ামতকে বাড়াইয়া দিব এবং যদি কৃতঘ্নতা করিতে থাক তবে (জানিয়া রাখ) নিশ্চয় আমার শাস্তি অতি ভীষণ।

৯ ॥ এবং মুসা (তাহার জাতিকে ইহাও) বলিয়াছিল যদি তোমরা এবং যাবতীয় লোক আল্লাহ্‌র প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করিতে থাক (ইহাতে আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি হইবে না) কারণ নিশ্চয় আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশংসনীয়।

১০ ॥ তোমাদের নিকট কি তোমাদের পূর্ববর্ত্তী লোকদের নুহ, আদ এবং সামুদ জাতি ও তৎপরবর্ত্তীদের সংবাদ আসে নাই? (এখন) তাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেহ জানে না। তাহাদের নিকট তাহাদের রসুল গণ উজ্জল প্রমাণপুঞ্জসহ আগমণ করিয়াছিল। অনন্তর তাহারা তাহাদের কথা মানিল না। এবং বলিল তোমরা যে, (শিক্ষা) সহ প্রেরিত হইয়াছ উহাতে আমরা অস্বীকার করিয়াছি। এবং তোমরা আমাদিগকে যাহার দিকে আহ্বান করিতেছ সে সম্বন্ধে নিশ্চয় আমরা বিচলিতকারী সন্দেহে পতিত হইয়াছি।

১১ ॥ তাহাদের রসুলগণ বলিয়াছিল আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর সৃজনকারী আল্লাহ্ সম্বন্ধে কি তোমাদের কোন সন্দেহ আছে? তিনি'ত তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন যাহাতে তিনি তোমাদিগকে তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করিয়া দেন এবং তোমাদিগকে এক নির্দ্দিষ্ট মীয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেন। তাহারা বলিল তোমরা'ত আমাদেরই মত মানুষ। আমাদের পিতৃ পুরুষগণ যাহার এবাদত করিয়া আসিতেছে তোমরা তাহা হইতে আমাদিগকে সরাইয়া নিতে চাহিতেছ। অতএব তোমরা (যদি সত্যবাদী হও তবে) আমাদের নিকট উজ্জল নিদর্শন আনয়ন কর।

১২ ॥ তাহাদের রসুলগণ তাহাদিগকে বলিল, (ইহা সত্য যে,) আমরা তোমাদেরই মত মানুষ কিন্তু (ইহাও সত্য যে) আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাগণ হইতে যাহাকে ইচ্ছা (বিশেষ) অনুগ্রহ দান করিয়া থাকেন। এবং আল্লার আদেশ ব্যতীত তোমাদের নিকট কোন নিদর্শন উপস্থিত করা আমাদের সাধ্যায়ও নহে। এবং একমাত্র আল্লার উপর নির্ভর করাই মুমিনদের কর্তব্য।

১৩ ॥ এবং আমাদের কি হইয়াছে যে, আমরা আল্লার উপর নির্ভর করিব না? অথচ তিনি আমাদিগকে আমাদের (অবস্থানুযায়ী) পথ দেখাইয়াছেন। এবং তোমরা আমাদিগকে যে দুঃখ দিয়াছ নিশ্চয় আমরা তাহা সহ্য করিতে থাকিব। এবং আল্লার উপরই নির্ভর করা নির্ভরশীলগণের কর্তব্য।

(ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

রোজা এবং উহার গুরুত্ব

(১)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন যে, মানুষের প্রত্যেকটি কাজ তাঁর নিজের জন্য কিন্তু রোজা আমার জন্য এবং আমি নিজেই ইহার পুরস্কার স্বরূপ হইব। অর্থাৎ তার পুন্যের বিনিময়ে তাকে আমি আমার দর্শন দান করিব। আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন, রোজ ঢাল সরূপ, অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রোজার অবস্থায় থাকে তার উচিৎ, সে বাজেকথা, হট্টগোল এবং খারাপ কাজ হইতে দূরে থাকে। যদি তাকে কেহ গালি দেয় অথবা মারামারি করিতে উদ্যত হয় তখন সে যেন এই জবাব দেয় "আমি রোজার অবস্থায় আছি।" কসম, সেই স্বত্ত্বার যার হাতে মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর জীবন রহিয়াছে রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্তায়ালার নিকট মৃগনাভী হইতেও অধিক পবিত্র এবং সুগন্ধযুক্ত। রোজাদারের জন্য দুইটি আনন্দ রহিয়াছে একটি সেই সময় যখন সে রোজা ইফতার করে এবং দ্বীতিয়টি যেদিন সে খোদার দর্শন লাভ করিবে। (বুখারী)

(২)

আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি রোজা থাকিয়া মিথ্যা কথা হইতে এবং মিথ্যার উপর আমল করা হইতে বিরত না থাকে, আল্লাহ্তায়ালার নিকট তার ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত থাকার কোন মূল্য নাই অর্থাৎ তার রোজা রাখা বৃথা। (বুখারী)

(৩)

হযরত তালহা বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) যখন নতুন চাঁদ দেখিতেন তখন এই দোওয়া করিতেন,

اللهم اهله علينا بالامن و الايمان
والسلامة و الاسلام ـ ربى و ربك الله هلال
رشد و خير ـ

"হে আমার প্রভু! এই চন্দ্র প্রত্যেক দিন যেন শান্তি ও নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য ও নিরাপদের বাহক হইয়া উদয় হয়। হে চন্দ্র আল্লাহ্তায়ালাই আমার এবং তোমার প্রভু, তুমি মঙ্গলের ও বরকতের, হেদায়েত ও কল্যাণের বাহক হও। (তিরমিযী)

(৪)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্নিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা চন্দ্র দেখিয়া রোজা রাখা আরম্ভ কর এবং চন্দ্র দেখিয়া ইফ্‌তারী কর অর্থাৎ ঈদ কর। যদি কুয়াশা অথবা মেঘের জন্য ২৯ তারিখে চন্দ্র না দেখিতে পাও তাহা হইলে শা'বানের ৩০ দিন পূর্ণ কর। মুসলিম হইতে বর্নিত আছে, যদি তোমরা মেঘের জন্য চন্দ্র না দেখিতে পাও তাহা হইলে ৩০ দিন রোজা রাখ। (বুখারী)।

(৫)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্নিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যখন রমজান মাস আসে তখন জান্নাতের দোয়ার খুলিয়া দেওয়া হয় ও দোযখের দোয়ার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং শয়তানকে বন্ধি করিয়া দেওয়া হয়। (বুখারী)।

(৬)

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি রমজানের রোজা রাখে এবং (ঈদের দিন বাদ দিয়া) শোয়ালের ছয় দিন রোজা রাখে তাহা হইলে সে এক বৎসর রোজা রাখার সওয়াব পাইবে কারণ প্রতি রোজার দশগুণ সওয়াব পাওয়া যায় অতএব ৩৬০ দিনের সওয়াব পাইবে। (মুসলিম)।

(৭)

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, রোজার সময় সেহেরী খাইও কারণ সেহেরী খাইয়া রোজা রাখার মধ্যে বরকত রহিয়াছে। (বুখারী)।

(৮)

হযরত সোহেল বিন সা'য়াদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, রোজার ইফ্‌তারী করিবার সময় যতদিন পর্যন্ত লোকে ত্বরান্বিত করিবে ততদিন পর্যন্ত তাহারা মঙ্গল ও বরকত লাভ করিতে থাকিবে। (বুখারী)।

(৯)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি যদি ভুল বশতঃ রোজা অবস্থায় কিছু খাইয়া ফেলে, তার রোজা ভাঙ্গিবে না, বরং সে রোজা পূর্ণ করিবে। কেননা আল্লাহ্‌তায়ালা তাকে পানাহার করিয়াছেন সে নিজে জানিত ভাবে এইরূপ করে নাই। (বুখারী)।

(১০)

হযরত যায়েদ বিন খালেদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি রোজাদারকে ইফ্‌তারী করায় সেও এক জন রোজাদারের সমান সোয়াবের অধীকারী হয় এবং রোজদারের সওয়াবেও কমি হইবে না। (তিরমিযী)।

(১১)

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) রমজানের শেষ দশদিন এতেকাফে বসিতেন। তিঁনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত এইরূপ করিয়া গিয়াছেন, এরপর তাঁর সহধর্মীনীগণও এতেকাফে বসিতেন। (বুখারী)।

(১২)

হযরত ইব্‌নে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ)-এর কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) গণকে "লায়লাতুর কদর" স্বপ্নে রমজানের শেষ সাত দিনের মধ্যে দেখান হইলে রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন, "আমি দেখিতেছি তোমাদের স্বপ্ন রমজানের শেষ সপ্তাহের উপর ঐক্যমত অতঃপর যে ব্যক্তি "লায়লা-তুল কদর-এর অনুসন্ধান করিতে চায়, সে যেন রমজানের শেষ সপ্তাহে অনুসন্ধান করে। (বুখারী)।

(১৩)

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ)-এর নিকট আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লার রসুল! যদি আমি "লায়লাতুল কদর" লাভ করি আমি তখন কি দোওয়া করিব? অতঃপর রসুল রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন, এই ভাবে দোওয়া করিবে,

"اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي"

"হে আমার প্রভু তুমি ক্ষমাকারী, তুমি ক্ষমা করাকে পছন্দ কর। আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও এবং আমার পাপও ক্ষমা করিয়া দাও।" (তিরমিযী)।

(১৪)

হযরত আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইমানের জন্য এবং সওয়াব লাভের আশায় রাত্রে উঠিয়া নামাজ পড়ে তাহার বিগত গোনাহ ক্ষমা হইয়া যায়। (বুখারী)।

অনুবাদ—*বশির আহ্‌মদ*

★

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

আঁ-হযরত (সাঃ) খাতামাল আম্বিয়া

ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে খোদাতায়ালা তোমাদের নিকট ইহাই চাহেন যেন তোমরা বিশ্বাস কর যে, আল্লাহ্ এক এবং মোহাম্মাদ (সাঃ) তাঁহার নবী এবং খাতামাল্ আম্বিয়া (নবীদিগের মোহর)। তিনি সকল নবীগণ হইতে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার পরে তাঁহার গুণে গুণান্বিত হইয়া তাঁহার প্রতিচ্ছায়ারূপে যিনি আসেন, তিনি ব্যতিরেকে অন্য কোন নবী আসিবেন না। কারণ দাস আপন প্রভু হইতে এবং শাখা আপন কাণ্ড হইতে কখনও পৃথক নহে।

তোমরা নিশ্চয় জানিও, হযরত ঈসা ইব্নে মরিয়ম (আঃ)-এর মৃত্যু ঘটিয়াছে এবং কাশ্মীর প্রদেশের শ্রীনগর শহরে খান্ইয়ার মহল্লায় তাঁহার সমাধি বিদ্যমান আছে। খোদাতায়ালা তাঁহার প্রিয় গ্রন্থ কোরআন শরীফে ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর সংবাদ দিয়াছেন। আমি হযরত ঈসা (আঃ)-এর উচ্চ মর্যাদা অস্বীকার করি না। যদিও খোদাতায়ালা আমাকে বলিয়াছেন যে, মোহাম্মাদী মসিহ্ মুসায়ী মসিহ্ হইতে অবশ্য শ্রেষ্ঠ, তবু আমি হযরত ঈসা (আঃ)-এর অতিশয় সম্মান করি। কেননা, আমি যেরূপ ইসলামের খাতামাল্ খোলাফা তেমনি হযরত ঈসা (আঃ) ইহুদী ধর্মের খাতামাল্ খোলাফা ছিলেন। যেমন হযরত ঈসা (আঃ) হযরত মুসা (আঃ)-এর উম্মতের প্রতিশ্রুত মসিহ্ ছিলেন, তেমনি আমি হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর উম্মতের মসিহ্ মওউদ। আমি হযরত ঈসা (আঃ)-এর নাম প্রাপ্ত হইয়াছি। সুতরাং আমি তাঁহার সম্মান করি। যে ব্যক্তি বলে যে, আমি তাঁহার সম্মান করি না, সে নিশ্চয়ই অতি পাপিষ্ঠ এবং মিথ্যাবাদী।

★

চলতি দুনিয়ার হালচাল

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

ভেবে দেখছেন কি ?

মানুষের চাঁদে অবতরণে দুনিয়াবাসির উৎসাহ উল্লাসের অবধি নেই। চাঁদে যাওয়ার জন্য অনেকেই উন্মনা হয়ে উঠেছেন। অনেকেই এজন্য দিন গণছেন, এমন কি বিমান কোম্পানীতে দরখাস্ত করে বসেছেন। চাঁদে যাওয়ার উদ্দেশ্যে কেউ কেউ অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থাদি নিয়ে চিন্তা করছেন।

চাঁদে যাওয়ার ব্যপার দু'টো কথা বিবেচনা করলে অনেকেই যে নিরাশ হবেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। যারা টেডি পোষাক পরতে না পারলে ভীষন অসোয়াস্তি অনুভব করেন বা যারা মিনি পোষাকে ভূষিত না হলে জীবনকেই বৃথা ভাবেন তাদের পক্ষে চাঁদে যাওয়ার ধ্যান ধারণা বর্জন না করে উপায় নেই। কারণ চন্দ্রচারীদের পোষাকে টেডি বা মিনির কোন স্থান নেই। অথচ ঐ পোষাক চাঁদে তথা মহাকাশে যাওয়ার একটি জরুরী ও প্রধান উপকরণ। তেমনিভাবে যারা ঘুম থেকে উঠে দাঁড়ির মুণ্ডুপাতকেই জীবনের প্রধান কাজ বলে গণ্য করেন তাদেরও চাঁদে যাওয়ার খায়েশ ছাড়তে হবে অথবা দাঁড়ি রাখার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। কারণ মাধ্যাকর্ষনের পরিধি পার হলে আর দাঁড়ি কাটা চলে না। কারণ মাধ্যাকর্ষণের অভাবে দাঁড়ি কাটলেও তা মুখমণ্ডল হতে সরানো যায় না।

★

॥ তবলীগ ॥

—মোহাম্মদ আবুল কাসেম

পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা তাঁহার চিরন্তন বিধানানুযায়ী সুসংবাদ ও সতর্কবাণী সহ নবী প্রেরণ করিয়া ভ্রান্ত মানব জাতিকে প্রকৃত জীবন ও শান্তির পথের সন্ধান প্রদান করিয়া বিশেষ ভাবে নৈতিক জীবনের ভিতর দিয়া আধ্যাত্মিক জীবনের অফুরন্ত নেয়ামতের দিকে আহ্বান জানাইয়া থাকেন। নবী রসুলগণ আল্লাহতায়ালার "নেয়ামতের" দাওয়াত পৌঁছাইবার দায়িত্ব প্রতিপালনের যে প্রচেষ্টা চালাইয়া থাকেন তাহাই তবলীগ।

আল্লাহতায়ালা দুনিয়াতে তাঁহার মহান ইচ্ছা ও আদেশ সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত করিবার নিমিত্ত ঐশী বিধানানুযায়ী নবীর প্রতিনিধিত্বে ও নেজামের তন্ত্ব বিধানে মুমিনদের মধ্যে নবীর শিক্ষা ও আদর্শের বাস্তব-রূপ প্রদানের জন্য এক ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা কায়েম করিয়া থাকেন। যাহাতে নবীর অন্তর্ধানের পরও নবীর অনুগামীদের দ্বারা দীর্ঘকাল যাবৎ আল্লাহ্‌র পক্ষের "নেয়ামতের" দাওয়াত লাভ করিয়া মানব জাতি ইহকালে বিভিন্ন কল্যাণ ও পরকালের অফুরন্ত আশীষ ও শান্তির অধিকারী হইতে পারে।

প্রকৃত কথা নবীর উম্মতগণ যত দিন পর্যন্ত একমাত্র আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছা এবং আশায় নবীর শিক্ষা এবং আদর্শের অনুকরণ ও অনুসরণে নিস্বার্থ ভাবে নবীর আরব্ধ কাজ শৃঙ্খলার সহিত সুচারুরূপে পরিচালনে যত্নবান থাকে ততদিন পর্যন্ত আল্লাহতায়ালার মনোনিত ও প্রিয় জমাত হিসাবে নবীর অনুগামীদের মধ্যে আল্লাহতায়ালার সাহায্য ও আশীষের ধারা প্রবাহমান থাকে। আল্লাহতায়ালার সাহায্যপুষ্ট নবীর জমাত যাবতীয় বাধা, বিঘ্ন ও প্রতিকুল অবস্থা অতিক্রম করিয়া অলৌকিক উপায়ে দুনিয়ার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অব্যাহত গতিতে উন্নতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া মহান আদর্শ স্থাপনে সক্ষম হইয়া থাকে। অসভ্য আরব জাতির ইতিহাস ইহার এক উত্তম দৃষ্টান্ত। হযরত নবী করিম (আঃ)-এর আন্তরিক প্রচেষ্টা, পূণ্যময় জীবনাদর্শের পরশ ও মহান আধ্যাত্মিক জ্যোতির প্রভায় খুন-খারাপী, দলীয়, কোন্দল, জুয়া, ব্যভিচারে লিপ্ত এবং মদের নেশায় মত্ত, অজ্ঞানতার গভীর অন্ধকারে নিপতিত মরুবাসীদের অতীতের কলঙ্কময় জীবনের অবশান ঘটে। আর পবিত্র কুরআনের শিক্ষা প্রতি পালনে যত্নবান মুসলিম রূপে তাহারা লাভ করে ত্যাগের আনন্দ পূর্ণ গতিশীল পবিত্র অমর জীবন। তাহাদের জিন্দেগীর সর্বক্ষেত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছিল শান্তি ধর্ম ইসলামের সাম্য, মৈত্রী, ক্ষমা, করুণা ও ধৈর্য্যশীলতার এক অপূর্ব সত্য সুন্দর রূপ। তাহাদের আঁখিজোড়া শিষ্টাচার ও অমায়িক ভদ্র আচরণে আকৃষ্ট হইয়া বহু জাতি আশ্রয় নিয়াছিল ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে।

মানবতা বঞ্চিত 'নফছে আম্মারা' অর্থাৎ প্রবৃত্তির দাসগণ অভিশপ্ত জীবনের পঙ্কিলতা হইতে মুক্ত হইয়া আধ্যাত্মিকতার মহাকাশে "মোৎমাইন্নার" জ্যোতির্ময় স্তরে উপনীত হইয়া নূর নবীর নূরের প্রভায় উজ্জল জ্যোতিকের ন্যায় ভাস্বর হইয়া উঠে। তাহারা আল্লাহ-তায়ালার অসীম জ্ঞানের ভাণ্ডার ও নেয়ামতের উৎস হইতে নবী করিমের মাধ্যমে জ্ঞান ও নেয়ামত আহরণ করিয়া দুনিয়াতে জ্যোতির প্রভাব বিস্তার করিয়া জগৎ বাসীকে ত্যাগ ও প্রকৃত কল্যাণের পথে চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ করিতে থাকি। তাহাদের সত্যবাদীতা, ন্যায় পরায়নতা ও ধৈর্য্য-শীলতার আকর্ষণে সত্যের আত্মা বা 'রুহুল কুদ্দুছ'

সাহায্যার্থে ধরনীতে অবতীর্ণ হইয়া আসে। যাহার প্রভাবে তাহাদের কথা ও কাজ জীবন্ত হইয়া উঠে। সত্যের আত্মার উজ্জ্বল পরশে তাহাদের অস্তিত্ব বা 'অজুদ' তবলীগে পরিণত হইয়া যায় এবং সোডা সাবানের ন্যায় অপরের অন্তরের কালিমা বিদূরীত করিয়া দিয়া পাপিকে পাপ মুক্ত ও পবিত্র করিতে সক্ষম হইয়া গিয়াছিল। নবী করিমের (দঃ) রুহানী ফয়জে বলিয়ান হইয়া তাঁহার অনুগামীগণের মধ্যে অনেকেই ঐশীগুণে গুণী ও প্রেরণার উৎসে পরিণত হইয়া যায়। তাহাদের প্রচেষ্টা ও ত্যাগের ফলে দুনিয়াতে এক মহান নৈতিক পরিবর্তন সাধিত হয়। মুসলমানদের দ্বারা বিশ্ব মানবের জন্য তৌহিদ ভিত্তিক এক নূতন জাতিয়তা ও সভ্যতার বুনিয়াদ পত্তন হয়।

সেই জাতি, একদা যাহারা উন্নতির শীর্ষদেশে ছিল ভোগ-বিলাশে মত্ত হইয়া পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও বিশ্ব-নবীর মহান আদর্শের প্রতি পৃষ্ট প্রদর্শন করিয়া চলার ফলে অবনতির চরম স্তরে নামিয়া গিয়াছে। তৌহিদের কথা ভূলিয়া গিয়া লক্ষ্যহীন অবস্থায় নিকৃষ্টের শেষ হিসাবে অতি দীন-হীন কাঙ্গালের জাতিতে পরিণত হইয়া গেল মহানবীর উম্মত। যাহাদিগকে উৎকৃষ্টের চরম নমুনা প্রদর্শনকারী ও সর্ব শ্রেষ্ট উম্মতরূপে আল্লাহ্‌তায়ালা খেতাব প্রদান করিয়া ছিলেন, "কুনতুম খাইরা উম্মতিন উখ্‌রিজাত লিলনাছ" রূপে। মনোনীত করিয়াছিলেন মানব জাতির জন্য অন্যায় হইতে বিরত করিয়া পূণ্য কাজে উৎসাহ প্রদান-কারী ও সর্ব প্রকার মঙ্গল ও কল্যাণের "মধ্য পথ" অবলম্বন করিয়া চলার উপদেশ দাতা শিক্ষকরূপে। সত্যিকারভাবে তৌহিদের সঙ্গে সম্পর্কহীন ও রিয়াকারীতায় পূর্ণ তাহাদের রুহানীয়াতের ভাণ্ডার হইয়া গিয়াছে জ্যোতিবিহীন ও শুস্ক। জাগতিক দিক দিয়া হইয়া গিয়াছে, তাহারা সহায় সম্বলহীন নিস্ব। অতীতের গৌরবটুকু ছাড়া তাহাদের কাছে পাওয়ার মত মহৎ এমন কিছুই অবশিষ্ট নাই। হীনতা আশ্রয় নিয়াছে ধর্মের আবরণের মধ্যে। প্রকৃত ধর্ম-পরায়নতা উঠিয়া গিয়াছে "সুরাইয়া নক্ষত্র" রাজিতে। আত্ম-কলহে লিপ্ত ও নানাদল, উপদলে বিভক্ত ও ঐক্যহারা হইয়া দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে মুসলিম জাতি। হারাইয়া ফেলিয়াছে উত্থান শক্তি। হাত ছাড়া হইয়া গিয়াছে নেতৃত্বের কলা-কৌশল। ভুলিয়া গিয়াছে আপন মর্য্যাদা। লজ্জা আসে পরিচয় দিতে মুসলিম বলিয়া।

হযরত নবী করীমের (সাঃ) ভবিষ্যদ্বানীতে উল্লেখ পাওয়া যায়, মুসলিম জাতি ইহুদ, নাসারা হইতে অধিক সংখ্যক দলে (৭৩টি) বিভক্ত হইয়া যাইবে। ঐক্য ও সংহতি হারাইয়া মুসলিম জাতি অধঃপতিত অবস্থায় দুর্বল ও মর্য্যাদাহারা হইয়া পড়িবে। তখন (ত্রয়োদশ শতাব্দীতে) বিশ্ব-মানবের জন্য আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম-দ্বীন ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও মুসলমান জাতির হৃত গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে আল্লাহতায়ালা প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহদীকে (আঃ) অবতীর্ণ করিবেন। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) হযরত নবী করীমের (সাঃ) আদর্শ অনুযায়ী পুনঃ বিশ্বময় তৌহিদ ও ইসলামের বিজয় অভিযান পরিচালিত করিবেন। সমগ্র বিশ্বে ইসলামই মানব জাতির জন্য একমাত্র কল্যানকামী স্বাভাবিক ধর্মরূপে গৃহীত হইবে। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা এবং হযরত ইমাম মাহদীর (আঃ) মাধ্যমে হযরত নবী করীমের (সাঃ) সজীব আদর্শের পরশে মানুষের চরিত্র সংশোধিত হইয়া যাইবে। ইসলামের বৈরীগণ আল্লাহর পক্ষের আজাব গজবে নিপতিত হইয়া ধ্বংস হইয়া যাইবে। অন্যায় বিধৌত ধরনীতে পুনঃ ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠিত হইবে। সকল প্রকার প্রাচুর্য্যে দুনিয়া ভরপুর হইয়া উঠিবে। শান্তি প্রদ হইবে সকলের জন্য দুনিয়ার জিন্দেগী।

পবিত্র কুরআনের প্রতিটি শিক্ষা উন্নতির মূল উৎস বিশ্বের মালিক সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্বের

সঙ্গে এক স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় সূত্রে সংযুক্ত। বিশ্ব নবীর পূণ্যময় জীবনাদর্শ পবিত্র কুরআনের বাস্তব প্রতিফলন। রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রকৃত অনুগামীদের জন্য কোন কালেই আল্লাহর নেয়ামত ও আশীষের ধারা বন্ধ হইতে পারে না। বিশ্ববাসীকে একই শিক্ষা এবং আদর্শের অধীনে একত্রিত করিবার পক্ষে বিশ্বের আয়োজন যতদিন অসমাপ্ত ছিল আল্লাহতায়ালা মানবতার উন্নতির পরিপেক্ষিতে বিভিন্নকালে বিভিন্ন জনপদে পৃথকভাবে নবী প্রেরণ করিয়া আসিতেছিলেন। যাতে জাতি সমূহ নবুয়তের বিধানের সঙ্গে পরিচিত থাকিয়া "প্রসংসীত" নবীকে গ্রহণ করিতে ভুল না করিয়া পূর্ণ কল্যাণের অধিকারী হইতে পারে। শরীয়তের পূর্ণ বিধানসহ "রহমাতুল্লীল আলামীন" রূপে হযরত মুহাম্মদকে (দঃ) প্রেরণ করিয়া আল্লাহতায়ালা পৃথকভাবে নবী প্রেরণের অপূর্ণ ব্যবস্থাকে চিরতরে রহিত করিয়া দিয়াছেন। অপরদিকে বিশ্বমানবের জন্য স্রষ্টা কর্তৃক মনোনীত ধর্ম ইসলামের মধ্যে "মোহরাঙ্কিত" নবীর অনুগমনে বিশ্ব ভিত্তিক "বরুজী নবুয়তের" ধারা প্রবাহমান করিয়া দিয়া পূর্ববর্ত্তী রেসালতের ক্ষীন নেয়ামতের ধারাকে পবিত্র কুরআনের অসীম ও অতল-স্পর্শী জ্ঞান সমুদ্রের মধ্যে বিলীন করিয়া দিয়া মানব জাতির জন্য স্থায়ী কল্যানের পথকে প্রসস্ত করিয়া দিয়াছেন। ইসলামই একমাত্র ধর্ম যাহা মানবতার যাবতীয় দাবী পূর্ণ করিয়া মানবীয় বৃত্তি সমূহকে সুষ্টু ও উজ্জলভাবে বিকাশের সুযোগ দিয়া থাকে। ইসলামের এই দাবীর স্বপক্ষে যতার্থযুক্তি প্রমাণ ও ঐশী নিদর্শন রহিয়াছে।

আল্লাহতায়ালার মহান ইচ্ছায় তাঁহার প্রিয় নবীর (দঃ) আধ্যাত্মিক বাগানের সজীবতা রক্ষার জন্য ইহার তলদেশ দিয়া প্রবাহিত নহর সমূহে জোয়ার ভাটা ও বৃষ্টি ধারার ন্যায় প্রয়োজন অনুপাতে ইমাম ও বুরুজী নবীর আগমণের ব্যবস্থা রাখিয়া পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং হযরত নবী করীমের আদর্শকে স্থায়ী করিয়া দিয়াছেন। যাতে মানব জাতি কোন কালেই বিমুখ না হইয়া এই "কাউসার" হইতে যাবতীয় কল্যাণের অধিকারী হইতে পারে।

মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা ও হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর দাবী হযরত রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আল্লাহ-তায়ালা তাঁহার প্রিয় মহানবীর উম্মতকে ভুলিয়া যান নাই। যথাসময়ে হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে শেষ যুগের সর্ব-ধর্ম প্রতিশ্রুত মহাপুরুষরূপে প্রেরণ করিয়া তাঁহার পবিত্র ওয়াদা প্রতিপালন করিয়াছেন। হযরত গোলাম আহমদ (আঃ) আল্লাহতায়ালার প্রত্যাদেশবাণী অনুযায়ী বিশ্ব শান্তি স্থাপনের জন্য জগৎবাসীর সম্মুখে বিশ্ব বিধান পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর পূন্যময় জীবনাদর্শ নিজের জীবনে অনুশীলনের ভিতর দিয়া প্রতিফলিত ও প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। আল্লাহতায়ালা তাঁহার মাধ্যমে মানব জাতির নিকট চাহিদানুযায়ী পবিত্র কুরআনের অফুরন্ত নেয়ামত ও অসীম জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর দাবীকারক আহমদীয়া জমাতের (প্রকৃত ইসলাম) প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ঐশী প্রেরণায় জাতি বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বব্যাপী ইসলামের তবলীগ যাহা মুসলমান জাতি ভুলিয়া গিয়াছিল তাহা পুনঃ জারি করিয়া সকলকে "নেয়ামতের" দিকে আহ্বান জানাইতেছেন।

আহমদীয়া জমাত একমাত্র আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আল্লাহতায়ালার পক্ষের "নেয়ামতের" দাওয়াত দীন-ইসলামের বাণী দুনিয়ার প্রতিটি মানুষের খেদমতে পৌঁছাইবার জন্য নিজের জান মাল, ইজ্জত ও যথা সর্বস্ব অকাতরে বিলাইয়া দিয়া নেজামের তত্ত্বাবধানে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে।

আহমদীয়া জমাতের সমবেত প্রচেষ্টায় দুনিয়ার প্রায় সকল দেশেই ইসলাম প্রচারের মিশন কায়েম হইয়া গিয়াছে। আহমদীয়া জমাতের প্রচারণার মোকাবেলায় শয়তানী শক্তি ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া ময়দান ছাড়িয়া পলায়ন করিয়া যাইতেছে। আহমদীয়া জমাতের প্রচারকগণ বিরুদ্ধবাদীদের হিংসা, বিদ্বেষ ও গালমন্দে মোটেই ভীত ও কুণ্ঠিত না হইয়া অন্যায় অত্যাচারের মোকাবেলায় ন্যায় ও সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য স্বেচ্ছায় যাবতীয় আরাম আয়েশ পরিহার করিয়া দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে, কোণে কোণে পবিত্র কুরআন হাতে নিয়া অশেষ ক্লেশ ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া দিন রাত দলীল প্রমাণ ও যুক্তির অস্ত্রে দাজ্জালী শক্তির মোকাবেলা করিয়া যাইতেছে। আহমদীয়া জমাতের প্রচারের ফলে ইসলামের শিক্ষার জ্যোতির মোকাবেলায় ক্রুশ এবং অন্যান্য বাতেল ধর্মের অসারতা বুঝিতে পারিয়া লক্ষ লক্ষ নর-নারী অনুতপ্ত হৃদয়ে আহমদীয়া জমাতের মাধ্যমে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সাম্য ও শান্তি-ধর্ম ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং করিতেছে।

আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় পরিচালিত আহমদীয়া জমাত আজ বিজয়ের সিংহ দ্বারে উপনিত হইয়াছে। সর্ব ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় সীমারেখা এবং ভাষাগত প্রভেদ আহমদীয়া মতবাদের মোকাবেলায় সংকুচিত ও বিলীণ হইয়া যাইতেছে। কোন বাধাই তিষ্টিতে পারিতেছে না। দেশের বাহিরে, অভ্যন্তরে, মানুষের অন্তর রাজ্যে প্রবল বিরোধিতার মোকাবেলায় আহমদীয়া মতবাদ স্বীয় অলৌকিক প্রভাব বিস্তার করিয়া উজ্জ্বল ভবিষ্যত রচনা করিয়া চলিয়াছে। গর্ব না করিয়া সত্য হিসাবে অনায়াশে ইহা বলা যায় যে আকাশের কুলে এমন কোন সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হয় না যাহাতে আহমদীয়া জমাতের তরক্কী এবং বিজয়ের কোন না কোন স্বাক্ষর নাই। "আমি তোমার তবলীগ 'দুনিয়ার কিনারা পর্যন্ত পৌঁছাইব এবং বিজয় প্রদান করিব।" আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা প্রত্যক্ষ করিয়া আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ আবেগময় অন্তরে সন্তুষ্টির সহিত আল্লাহ্‌তায়ালার হামদ্‌ ও শোকর আদায় করিতেছে। আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে আহমদীয়া জমাতে আবার ইসলামের প্রাথমিক যুগের উন্নতির সেই অবস্থা দেখা যাইতেছে। আহমদীয়া জমাতে এমন বহু নেক বান্ধার উদ্ভব হইতেছে যাঁহাদের জিন্দেগীতে আল্লাহর আশীষ ও বিকাশের ধারা স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) ইসলামের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত দায়ীত্ব প্রতিপালনে সর্বাত্তক উপায়ে দীন ইসলামের উন্নতির জন্য খেলাফতের নেজামের তত্ত্বাবধানে বায়তুল মালের ব্যবস্থা কায়েম করিয়া ইসলামকে পুণঃ সঠিক পথে গতিশীল করিয়া দিয়াছেন।

তবলীগের ভিতর দিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার আশীষ ও নূর অবতীর্ণ হইয়া থাকে। তাই আল্লাহ্‌তায়ালা প্রত্যেক মুমিন ও মুমিনার জন্য তবলীগ ফরজ করিয়াছেন। জগতের আলো যেমন চলার পথের অন্ধকার দূর করিয়া দিয়া যাত্রা পথকে সুগম ও নিরাপদ করিয়া তুলে, তেমনি আধ্যাত্মিক পথের পথিকের সম্মুখে তবলীগের জ্যোতি প্রকাশিত হইয়া নিজের স্বভাবের দুর্ব্বলতা ও দোষ ত্রুটি সমুহ দৃশ্যমান করিয়া দেয়। আপন দোষ ত্রুটি সমুহ প্রত্যক্ষ করিয়া মুমিন নিজকে তিরস্কার করিতে থাকে। ভুল ভ্রান্তে ও অন্যায়ের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া কাতর অন্তরে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করিতে থাকে। পদস্খলন ও ব্যর্থতার জন্য নিরাশ না হইয়া মুমিন দৃঢ় বিশ্বাস ও আশা নিয়া অন্তরে পুণঃ পুণঃ প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতে থাকে লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য। তাহার ঐকান্তিক সাধনার ফলে অন্তরের কালিমাক্লপ আবরণ, দুর্ব্বলতা ও সংশয় বিদূরীত হইয়া যাইতে থাকে। দৃঢ় ইচ্ছা ও বিশ্বাস তাহাকে প্রেরণা যোগায় অগ্রগামী

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

'ছুটে আয়'

—শাহ মোজহারুল হান্নান

তমসার কোলে বিভোল বসুধা বন্ধুর পথতল,
শঙ্কিত প্রাণে ছুটিয়া চলিছে স্তম্ভিত যাত্রীদল।
বক্ষে জাগিছে অনন্ত আশা,
রক্তের জোঁয়ারে ভাঙ্গিয়াছে বাসা,
অন্ধ বিশ্বাসের কত না বয়ান,
হেয়, ওই সব হল অবসান।
শত বরষের পুঞ্জিভূত গ্লানী কত ক্লেদ কোলাহল।
পুন্য পথের যাত্রীরা আজি, জালায়েছে হোমানল ;
আসিয়াছে ওই 'মনুষ্যপুত্র' স্পন্দিত হিমাচল,
আকাশে বাতাসে বাজিতেছে সুর,
অন্ধ যবনিকা ঐ হলরে দূর,
নতুন প্রভাত ডাকিতেছে ওরে,
মাহদী'র কোলে আয় সবে ফিরে,
অখুত চরণে ছুটে আয় সব উদ্দাম চঞ্চল।

(তবলীগের অবশিষ্ট)

হওয়ার পথে। সত্যের জ্যোতি পবিত্র আত্মার সাহায্য নামিয়া আসে আলোরূপে। পথ দেখাইয়া নিয়া চলে তাঁহাকে ক্রম উন্নতির পথে জীবনের পূর্ণতার দিকে। পবিত্র আত্মার সহায়তায় মুমিন আত্মশুদ্ধির মোকাম "নফছে লাওয়ামা" অতিক্রম করিয়া "নফছে মুৎমাইন্নার" বিস্তীর্ণ জ্যোতিময় স্তরে উপনিত হইয়া আল্লাহ্‌র প্রেমে বিলীন হইয়া আরো আগাইয়া চলে জীবনের উৎসের দিকে। তাঁহার অতীতের জীবন খসিয়া পড়িয়া থাকে বহু পেছনে। জীবনের উদ্দেশ্যে পূর্ণ করিয়া তাঁহার ধৈর্য্য ও সাধনার ফলরূপে প্রেম পূর্ণ হৃদয় দর্পণে মুকুরিত হইয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠে পরম সুন্দর স্রষ্টার বিশ্ব মোহিণীরূপ। মুমিনের অন্তরাত্মা খুঁজিয়া ফিরিতে ছিল যাহা আকুল প্রাণে। যাঁহার অভাবে আধ্যাত্মীকতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল দুনিয়ার যে সম্পদ তাহা তখন লুটাইয়া আসিয়া পরে মুমিনের পদ প্রান্তে সাহায্যকারী রূপে। ফলে-ফুলে শুশোভিত হইয়া উঠে তাঁহার ইমানের বৃক্ষ। যাহার সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া জীন, ইনসান, আর ফেরেস্তারা আসে শান্তির পয়গাম নিয়া। নেক বান্দা সৃষ্টির সেবার মাঝে খুঁজিয়া পায় প্রকৃত জীবনের সন্ধান। স্রষ্টার ইচ্ছার দানরূপে মুমিন আনন্দিত মনে বিলাইয়া দেয় আপনাকে মহান সৃষ্টির কল্যাণ সাধনায়। আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি রূপে নশ্বর জীবনের কর্তব্য সাধন করিয়া মুমিন আল্লাহ্‌র গুণে রঞ্জিত হইয়া পরমানন্দে চলিয়া যায় মহান আল্লাহ্‌র দরবারে। রাখিয়া যায় তাঁহার কর্মময় জীবনে নির্মল চরিত্রের বৈশিষ্ট ও প্রেরণা প্রদানকারী এক মহান আদর্শ। অক্ষয় তবলীগে পরিণত হইয়া থাকে তাঁহার অস্তিত্ব। কালের গ্রাস ম্লান করিতে পারে না তাহাকে কোন কালে।

★

॥ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাহ্‌রীক ॥

জমাতের পুরুষ, নারী, ছোট, বড় সকলের জন্য হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ)-এর প্রদত্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ তাহরীক। হুযুর ১লা এখার আলফজলে প্রকাশিত খোতবায় বলিয়াছেন যে, "আমার হৃদয়ে বিশেষ দৃঢ়তার সহিত এই ইচ্ছা জাগ্রত করা হইয়াছে যে, সূরা বাকারার প্রথম সতরটি আয়েত যাহা আমি এই মাত্র পাঠ করিলাম, তাহা প্রত্যেক আহমদীর মুখস্থ করা অবশ্য কর্তব্য এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার অর্থ এবং যথা সম্ভব তফসীর ও জানা কর্তব্য এবং সর্বদা উহা স্মৃতিপটে গাঁথিয়া রাখিতে হইবে।

অতঃপর হুযুর আকদাস জামাতকে উদ্দেশ্যে করিয়া বলেন; "আশা করি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে উদিত দাবীর প্রতি সাড়া দিয়া এই আয়েতগুলি মুখস্থ করিবার চেষ্টা করিবেন। পুরুষগণও করিবেন মহিলাগণও মুখস্থ করিবেন, ছোট বড় সকলেই এই সতরটি আয়েত মুখস্থ করিয়া লইবেন।"

আমাদের সবার কর্ত্তব্য যেন আমরা আমাদের প্রিয় ইমামের এই ডাকে যথাসাধ্য ভাবে সাড়া দেই এবং সোয়াবের অংসীদার হই। সূরা বাকারার এই প্রাথমিক আয়াত সমূহে মোমেন এবং মোনাফেকদের বিশেষ লক্ষণ সমূহ বর্ণিত হইয়াছে।

সূরা বাকারার প্রাথমিক ১৭টি আয়াতের ॥ তরজমা ॥

১। আমি আল্লাহ্‌তায়ালার নাম লইয়া (কুরআন পড়িতেছি) যিনি অযাচিত অনন্ত করুণাময় (এবং) পুণঃ পুণঃ দয়ালু।

২। আমি আল্লাহ্‌তায়ালা সর্বজ্ঞানী।

৩। ইহাই পুর্ণতম (ধর্ম) গ্রন্থ, (ইহা আল্লার কালাম) এই (বিষয়ে) কোন সন্দেহ নাই, ইহা মত্তাকীগণের জন্য পথ প্রদর্শক।

৪। যাহারা অদৃশ্যের উপর বিশ্বাস রাখে এবং নামাযকে কায়েম করে এবং যাহা (কিছু) আমরা তাহাদিগকে দান করিয়াছি, তাহা হইতে ব্যয় করে।

৫। এবং যাহারা তোমার প্রতি যাহা অবতির্ণ করা হইয়াছে এবং তোমার পূর্বে যাহা অবতির্ণ করা হইয়াছে তাহার উপর বিশ্বাস রাখে এবং আখেরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে।

৬। এই সমস্ত ব্যক্তি সেই (সমাগত) হেদায়াতের উপর (অধিষ্ঠিত) রহিয়াছে, যাহা তাহাদের প্রভুর নিকট হইতে (আসিয়াছে) এবং ইহারাই সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

৭। নিশ্চয় যাহারা (সমাগত নবীকে) অবিশ্বাস করিয়াছে, তুমি তাহাদিগকে (তাহাদের পরিনাম সম্বন্ধে) ভয় প্রদর্শণ কর অথবা না কর তাহাদের নিকট উভয়ই সমান, (যে পর্যন্ত তাহারা তাহাদের এই অবস্থাকে পরিবর্তণ না করিবে) তাহারা ঈমাণ আনিবে না।

৮। আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদের হৃদয়ের উপর ও তাহাদের কানের উপর মোহারাঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের চোখের উপর পরদা (পড়িয়া গিয়াছে), ফলে তাহাদের জন্য গুরুতর শাস্তি (নির্দ্ধারিত) রহিয়াছে।

৯। লোকদের মধ্যে কতক এমনও আছে যাহারা বলিয়া থাকে, আমরা আল্লাহ্‌তায়ালার উপর এবং পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, অথচ তাহারা প্রকৃত পক্ষে কখনও বিশ্বাস স্থাপন করে নাই।

১০। তাহারা আল্লাহ্‌তালার এবং (তাহাদিগকে) যাহারা ঈমান আনিয়াছে ঠকাইতে চায়, কিন্তু (বাস্তবে) তাহারা নিজদিগকেই ঠকাইতেছে—এবং তাহারা বুঝিতেছে না।

১১। তাহাদের অন্তরে রোগ ছিল, অতঃপর আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদের রোগকে (আরও) বাড়াইয়া দিয়াছেন, তাহাদের জন্য ব্যদনাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে কেননা তাহারা মিথ্যা কথা বলিত।

১২। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয় (যে), পৃথিবীতে অশান্তির সৃষ্টি করিও না, তাহারা বলে, আমরা'ত শুধু সংশোধনকারী।

১৩। সাবধান! নিশ্চয়ই ইহারাই অসান্তির সৃষ্টি-কারী কিন্তু তাহারা (ইহা) বুঝিতেছে না।

১৪। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয় যে, (সেই ভাবে) ঈমান আন যেই ভাবে অন্য লোক-গণ ঈমান আনিয়াছে, তাহারা বলে, আমরা কি এই ভাবে ঈমান আনিব যেই ভাবে মূর্খরা ঈমান আনিয়াছে, জানিয়া রাখ! (ইহারা মিথ্যা বলিতেছে) তাহারা নিজেরাই মূর্খ কিন্তু তাহারা (ইহা) জানে না।

১৫। এবং যখন তাহাদের সেই সমস্ত ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাত হয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তখন তাহারা বলে, (আমরা এই রসুলের) উপর ঈমান আনিয়াছি, এবং যখন তাহারা নিজেদের সরদারদের সহিত গোপনে মিলিত হয় তখন তাহারা বলে, আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সঙ্গে আছি, আমরা'ত শুধু (মোমেনদের) সহিত ঠাট্টা করি মাত্র।

১৬। আল্লাহ্তায়ালাও (তাহাদিগকে) ঠট্টার শাস্তি দিবেন এবং তাহাদিগকে (তাহাদের) অবাধ্যতার মধ্যে ছাড়িয়া দিবেন, তাহারা উভ্রান্ত হইয়া বিচরণ করিবে।

৭। ইহারা সেই সমস্ত ব্যক্তি যাহারা সত্যপথ ছাড়িয়া অসৎপথ অবলম্বন করিয়াছে যার পরিনাম ইহা ইহল যে, তাহারা পাথিব জীবনেও লাভবান হইল না এবং হেদায়ত প্রাপ্তও হইল না।

ব্যাখ্যা ঃ—

এই আয়েত সমুহে যে বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা এই যে, ইসলামের উত্থানের সময় এ পৃথিবী তিনটি দলে বিভক্ত হইয়া পড়িবে। একটি হইবে মোমেনদের দল যাহারা নিজ সমস্ত শক্তি, সমার্থ্য, জ্ঞান, বিবেক ও যোগ্যতাকে আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্ট লাভের জন্য কোরবান করিয়া দিবে। দ্বিতীয় দলটি ইসলামের অস্বিকারকারী হইবে। এবং তৃতীয়টি হইবে মোনাফেকদের দল। যাহারা আস্তিনের সাপের ন্যায় মুলমামদের সম্মিলিত বিধানের মধ্যে বিষ ছড়াইতে থাকিবে। আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন! মোমেন ব্যক্তির উপর মুনাফেকদের কোন চক্রান্ত কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না এবং মোনাফেকগণ তাহাদিগকে কোন প্রকার ধোকা দিতে পারিবেনা। মোনাফেক-দের অপর লক্ষণটি হইতেছে, যে তাহাদের অন্তরে ব্যাধির সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং তাহারা নিজেদের সংশোধনের জন্য আগ্রহ করে না। তাহাদের তৃতীয় লক্ষণ হইতেছে, যে তাহারা নিজেদেরকে সংস্কারক মনে করে এবং সংসকারকের ছদ্মবেশে মোনাফেকী কার্য-কলাপের ব্যস্ত থাকে। মোনাফেক সংসকারকর ছদ্মবেশে বন্ধু এবং সমবেদক রূপে সকলের নিকট যায় এবং তহোদের ঈমানের মধ্যে ছিদ্র সৃষ্টির চেষ্টা করে। ইহাদের একটি লক্ষণ হইতেছে যে তাহারা নিজেকে বড় বুদ্ধিমান এবং চতুর মনে করে কিন্তু আসলে তাহাদের এই স্বভাব বোকার পরিচায়ক। মোনাফেকদের যখন কোরবানী ও প্রকৃত পবিত্রতার জন্য দাবী করা হয় তখন তাহারা বলে, এই প্রকার ঈমান তো পাগলের লক্ষণ। আমরা বুদ্ধিমান হইয়া কেমনে এহেন ঈমান আনিব। আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন যে, বোকা ও আহমক তো প্রকৃত তোমরাই। অধিকন্ত বোকা ও আহমক হওয়া ব্যতীত তোমরা দুর্ভাগাও কারণ নিজেদের বোকামী নির্বুদ্ধিতার অনুভুতিও তোমাদের নাই। মোনাফেকদের এই ব্যধি ও অশান্তি সম্বন্ধে বলিতে গেলে এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, ব্যধির কথা বলিলে বুঝা যায় ইহা কেবল তাহার নিজের ক্ষতি করিবে। কিন্তু অশান্তি (ফেৎনা) বলিলে বুঝা যায় ইহা দ্বারা সমগ্র জামাতের ক্ষতি সাধিত হইয়া থাকে। আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন" যেমন তাহারা আমাকে ধোকা দিতে সক্ষম হইবে না তেমনিভাবে ইহারা আমার মোমেন বান্দাদিগকেও ধোকা দিতে পারিবে না। কারণ খোদাদত্ত জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা তাহারা ইহাদের সমস্ত চালাকি ধরিয়া ফেলে এবং তাহাদের প্রত্যেক চক্রান্তকে ব্যার্থ করিয়া দেয়।

★

রসুল করীম (সাঃ)-এর

ধৈর্য্য বল এবং অবচলিত বিশ্বাস

—আমাতুল কাইয়ুম (টুটু)

রসুল করীম (সাঃ)-কে আল্লাহ্তায়ালা "রহমাতুলিল আলামিন" রূপে প্রেরিত করেছিলেন। আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর কথা এবং কাজ আমাদের জন্য নমুনা সরূপ। রসুল করীম (সাঃ) শুধু শ্রেষ্ট নবীই ছিলেন না বরং তিনি একজন নির্ভীক বীর যোদ্ধা, স্নেহময় পিতা, বিশস্ত বন্ধুও ছিলেন, এর সাথে সাথে তাঁর হৃদয়ে ছিল অসাধারণ ধৈর্য্য বল এবং আল্লাহ্তায়ালার উপরে অবিচলিত বিশ্বাস।

ওহোদের যুদ্ধে প্রথম বার রসুল করীম (সাঃ) পরাজিত হন, এবং সেই যুদ্ধে বহু সাহাবা (রাঃ) হতাহত হয়েছিলেন। অতঃপর যখন সাহাবাগণ শিবিরে ফিরছিলেন, তখন চতুর্দিকে ক্রন্দনের রোল পড়ে গেল। তিনি এই সময়েও ধীর স্থির এবং শান্তভাবে বসে রইলেন। তাঁর চোখে মুখে নিরাশার কোন চিহ্ন মাত্র ছিল না, জনৈক সাহাবা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লার রসুল! যুদ্ধে আমাদেরই বেশী ক্ষতি হয়েছে, এই সময় আপনি কিরূপে নিশ্চিন্ত মনে বসে রয়েছেন? তিনি অতি প্রশান্ত চিত্তে জওয়াব দিলেন, তোমরা স্থির হও। তোমরা বিলাপ করোনা ও অস্থির হইও না। আল্লাহ্তায়ালা রাব্বুল আলামিন তিনি আমাদিগকে এখনও ত্যাগ করেননি। তিনি অতি দুঃখের ও বিপদের সময়েও আল্লাহ্তায়ালার উপর অবিচলিত বিশ্বাস রাখতেন এবং নিরাশ হতেন না।

মক্কাবাসী যখন মুর্তির পূজা করত তখন তিনি তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ান এবং মক্কাবাসীদের মুর্তি পূজা হতে বিরত রাখার চেষ্টা করায় তারা তাঁর চাচা হযরত আবু তালেবের নিকট গিয়ে-নালিশ করলো যে, আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে এ কাজ হতে বিরত থাকতে বলুন নতুবা তাঁর জীবনের দাড়ি এখানেই টানা হবে। অতঃপর তিনি রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে অনেক বুঝালেন কিন্তু কোন ফল হল না। এক দিকে সারা আরব অন্য দিকে তিনি একা। তার সাথে ছিল একমাত্র আল্লাহ্। যার অস্তিত্বের উপর ছিল তাঁর অবচলিত বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস বলের উপর নির্ভর করে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন 'হে কুরাইশ-বাসীগণ, তোমরা যদি আমার এক হস্তে সূর্য এবং অপর হস্তে চন্দ্র এনে দাও তবুও আমি সত্য এবং ন্যায়ের পথ হতে বিচলিত হব না।'

উক্ত ঘটনা হতে সহজেই বুঝা যায় যে রসুল করীম (সাঃ) কতটুকু আল্লাহ্তায়ালার উপর বিশ্বাস রাখতেন। অতএব আমাদের উচিৎ যে আমরাও যেন তাঁর নমুনাকে আয়ত্বে আনতে চেষ্টা করি। আল্লাহ্তায়ালা আমাদের এর তৌফিক দিন (আমিন)।

॥ আসমানী নিশান ॥

—মোঃ আবদুল হাদী

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের মে মাসে অথবা জুনের দিকে হযরত আহ্‌মদ (আঃ) একদিন ফজরের নামাজ পরে মসজিদে মোবারকের পূর্ব দিকে ছোট একটি কামরায় বিশ্রাম করতে গেলেন। নূতন চুন কামের জন্য কামরাটি বেশ ঠাণ্ডা ছিল। সেখানে একটি চারপায়া ছিল। তোষক বা বালিশ ছাড়াই তিনি ইহার উপর শুয়ে পড়েন। পশ্চিম দিকে মাথা রেখে উত্তর দিকে মুখ দিয়ে মাথার নীচে একটি হাত রাখেন। আবদুল্লা সানাওয়ারী (রাঃ) তার পা টিপে দিতেছিলেন। তখন রমজান মাসের ২৭ তারিখ' হযরত আবদুল্লা সানাওয়ারী (রাঃ) হঠাৎ দেখতে পেলেন যে হযরত আহমদ (আঃ)-এর সারা শরীর কেঁপে উঠছে। তিনি আহমদ (আঃ)-এর দিকে চেয়ে দেখলেন যে তাঁর চক্ষু দুটি অশ্রু সজল। একটু পরেই তিনি হযরত আহমদ (আঃ)-এর গায়ের কাপড়ে লাল রংয়ের ফোটা দেখতে পেলেন। তিনি ডান হাতের একটি অঙ্গুলি দিয়ে ইহা স্পর্শ করে গন্ধ নিলেন। কিন্তু কোনরূপ গন্ধই এতে পান নাই। তার পরে দেখতে পান তাঁর বুকের উপরে জামার মধ্যে একটি টাটকা লাল ফোটা। তিনি নিঃশব্দে উঠে এ ফোটা পড়ার কারণ অনুসন্ধান করতে লাগলেন। কামরাটি অত্যন্ত ছোট এবং নিচু ছাদ বিশিষ্ট আনাচে কানাচে যথাসাধ্য অনুসন্ধান করে কোন কিছুই খোজে পাওয়া যায়নি তাই আবার পাশে বসে হযরত আহমদ আঃ)-এর পা টিপতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে হযরত আহমদ (আঃ) মসজিদে চলে গেলেন। তিনি ও তাঁর সঙ্গে গিয়ে তার কাঁধ টিপবার জন্য তাঁর পিছনে বসে পরলেন। তাঁকে ফোটার কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি অসংলগ্নভাবে কি যেন বললেন, আবার তাঁকে ফোটার কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কোন্ ফোটার কথা জানতে চাইলেন। তার সার্ট দেখায়ে দিলে তিনি এর দিকে চেয়ে বললেন, আমি কাস্‌ফে (জাগ্রত স্বপ্ন) একটি বিরাট সুন্দর দালান দেখছিলাম, এর মধ্যে একটি খাটে এক মহান পুরুষ বসে ছিলেন। তিনি স্বয়ং খোদাতায়ালা। এ স্বর্গীয় দরবারে আমাকে একজন নগন্য অফিসার বলে মনে হচ্ছিল। আমি যেন কতকগুলি ফরমান লিখে তাঁর দস্তখতের জন্য উপস্থিত হলাম, তিনি অত্যন্ত স্নেহের সহিত আমাকে তাঁর খাটে বসতে বললেন, তারপর তিনি লাল কালির দোয়াতে কলম ঢুকিয়ে নিয়ে একটু নাড়া দিলেন এবং ফরমানগুলির মধ্যে দস্তখত করে দিলেন। এ লাল ফোটাগুলি যে দেখছ সেগুলি, তিনি যখন কলম নাড়া দিয়ে ছিলেন সে সময়কার ফোটা, হযরত আহমদ (আঃ) হযরত সানাওয়ারী (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করে জান্‌তে চাইলেন আর কোন ফোটা তাঁর কাপড়ে কিংবা টুপিতে পড়েছে কি না, তিনি দেখতে পেলেন যে একটি ফোটা তাঁর টুপিতেও পড়েছে। হযরত আবদুল্লা সানাওয়ারী (রাঃ)-এ ঘটনায় একেবারে বিমোহিত হয়ে গেলেন। নিজে এ স্বর্গীয় ঘটনার প্রত্যক্ষ-দর্শী হওয়ায় তিনি হযরত আহমদ (আঃ)-কে এ লাল ফোটাযুক্ত সার্টটি দিয়ে দিতে অনুরোধ করলেন, তাঁর পরবর্তীকালের অনুসরণকারীরা কালে এর পূজা আরম্ভ করতে পারে এ ভয়ে তিনি ইহা দিতে রাজী হলেনা না। কিন্তু হযরত আবদুল্লা সানাওয়ারী (রাঃ) বার বার তাঁকে অনুরোধ করায় তিনি শুধু এ শর্তেই সার্টটি তাকে দিতে রাজী হলেন; তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ইহা যেন তাঁর কবরে প্রোথিত করে ফেলা হয়। সে সময় হযরত আবদুল্লা (রাঃ)-এর বয়স (ছিল) মাত্র ২০ বৎসর। এর দু'বৎসর পূর্বে তিনি কাদিয়ানে আসেন। তিনি তার সারা জীবন আহ্‌মদ (আঃ)-এর একজন বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ৭ই অক্টোবর তিনি শুক্রবারে মারা যান। সে লাল ফোটা সমন্বিত সার্টটিকে তিনি এক মূহুর্তের জন্যও কাছ ছাড়া করতেন না, যাকে তিনি জীবনের বাকী ৪৩ বৎসর দিন-রাত সঙ্গে নিয়ে

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

॥ প্রশ্নত্তোর বিভাগ ॥

।। গেল বারের উত্তর ।।

১। বয়াতে রেজওয়ানের সময় কাফেরদের সাথে যে সন্ধি হয়েছিল তার নাম "হুদায়বীয়ার সন্ধি" ছিল।
২। হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)—১১হিজরী সন হতে ২৩ হিজরী সন পর্যন্ত।
৩। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)—১৩ হিজরী সন হতে ২৩ হিজরী সন পর্যন্ত।
৪। হযরত ওসমান (রাঃ)—২৩ হিজরী সন হতে ৩৫ হিজরী সন পর্যন্ত।
৫। হযরত আলী (রাঃ)—৩৫ হিজরী সন হতে ৪০ হিজরী সন পর্যন্ত।

যারা ঠিক উত্তর দিয়েছে

নারায়নগঞ্জ হতে ঃ—আবদুল বাতেন (খোকন)।
ব্রহ্মবাড়ীয়া হতে ঃ—তৌফিক আহ্মদ (মন্টু), মোঃ জাহাঙ্গীর (বাবুল)।
সুন্দর বন হতে ঃ—জিল্লুর রহমান, মাহ্মুদা আখতার, রাজ্জাক, ওসিকুর রহমান, মমতাজ খানম।
ময়মনসিংহ হতে ঃ—খালেদ, লুৎফা, সাফি।

॥ যাদের একটা ভুল হয়েছে ॥

ময়মনসিংহ হতে ঃ—শাহীনা হাকিম, এনামুল হাকিম, হাকিম পারভীন, আশফাক হোসেন (হিরু), মাহ্ফুজ হোসেন (জুয়েল), আতিয়া হাসান, আসাদুল্লাহ্, আশেক উল্লাহ্, মমতাজ বেগম, মোঃ হোসেন (কাজল)।

এবারের প্রশ্ন

১। মে'রাজ কাহাকে বলে ?
২। সাহাবা (রাঃ) দের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশী যুদ্ধ করেন ?
৩। "সাইফুল্লাহ্" উপাধি কাকে দেওয়া হয়েছিল ?
৪। "গোজওয়ায়ে জ'মল" (উটের যুদ্ধ) কাকে বলা হয় ?
৫। হযরত ওমর (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) কাদের হাতে শহীদ হন তাদের নাম লিখ।

(আসমানী নিশানের অবশিষ্ট)

বেড়াতেন, তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর কবরে প্রোথিত করে ফেলা হয়। এ সার্টটিকে তিনি পরম মূল্যবান সম্পতি বলে মনে করতেন। এর জন্য একটি কাঠের বাক্স তৈয়ার করে উপরের দিকে কাঁচ লাগিয়ে দেন। সার্টটিকে ভাজ করে এমন ভাবে তিনি বাক্সটির ভিতরে রাখেতেন যেন উপর হতে দেখলেই লাল ফোটাগুলি দেখা যায়। হযরত খলিফতুল মসিহ্ সানির (রাঃ) আদেশ এ স্বর্গীয় চিহ্ন তিনি শত সহস্র লোককে দেখান।

নাস্তিকরা হযরত এ ঘটনার উল্লেখে হাসবে, কিন্তু তাদের এ হাসির কোন মূল্য নাই ; তবে সত্যান্বেসীদের জন্যে প্রমাণের দরকার। প্রমাণ হিসাবে আমরা এখন দু'জনকে দেখতে পাই যাদের জীবনে কেহ মিথ্যাবাদী বলে অপবাদ দিতে পারে নাই। এক জন যে এফোটা স্বপ্নে দেখতে পান এবং দ্বিতীয় জন এ সম্বন্ধে কোন কিছু অবগত হবার আগেই স্বপ্নের বাস্তরূপ দেখতে পান। জনগণের পক্ষ হতে শুধু এ বিষয়ে হযরত আবদুল্লা সানাওয়ারী (রাঃ)-কে সনসমক্ষে সপথ করার জন্য দাবী জানানো হয়। তাদের ইচ্ছা অনুসারে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতসরে এক বিরাট জনসভায় তিনি উক্ত ঘটনার সত্যতার সম্বন্ধে সপথ গ্রহণ করেন। এতে সকলেই হতভম্ভ হন।

মওলবী মোবারক আলী সাহেবের ইন্তেকাল

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বাংলার সাবেক আমির হযরত মওলবী মোবারক আলী সাহেব গত ১লা নবেম্বর তাহার বগুড়াস্থ নিজ বাটিতে ইন্তেকাল করিয়াছেন (ইন্না লিল্লাহে--- রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাহার বয়স ৯৪ বৎসর হইয়াছিল। মরহুম ১ পুত্র, তিন কন্যা ও বহু নাত-নাতনী ও বন্ধু-বান্ধব রাখিয়া গিয়াছেন।

যৌবনে তিনি হযরত খলিফাতুল মসিহ সানীর (রাঃ) নির্দেশে লণ্ডন এবং জার্মানীতে জমাতের মোবাল্লেগ হিসাবে কাজ করেন। তিনি দীর্ঘদিন বঙ্গীয় আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমিরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

হযরত মওলবী মোবারক আলী সাহেব একজন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদও ছিলেন। তিনি পূর্ব্ব বাংলার কয়েকটি জেলা হাইস্কুলে হেড মাষ্টার হিসাবে দীর্ঘদিন চাকুরী করেন। আহমদী পত্রিকা সর্ব্বপ্রথম মওলবী মোবারক আলী সাহেব এবং মরহুম মওলবী আবুল হাশেম খান চৌধরী সাহেব তাহাদের নিজের খরচে প্রকাশ করেন। দীর্ঘদিন পর জমাত এই পত্রিকাটি উহার নিজস্ব তহবিল হইতে প্রকাশের বন্দোবস্ত করে।

মরহুম তাহার সমগ্র জীবন ইসলাম ও আহমদীয়াতের সেবায় কাটাইয়া গিয়াছেন। তাহার মৃত্যুতে জমাতের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। আমরা মরহুমের শোক সন্তপ্ত পরিবার বর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি এবং তাহাকে জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দেওয়ার জন্য আল্লাহতালার হুজুরে প্রার্থনা করিতেছি। আমিন!

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

● The Holy Quran.		Rs. 20·00
● Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
● The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
● Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
● What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
● Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
● The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
● The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
● Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
● The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
● The truth about the split	,,	Rs. 3·00
● The economic structure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
● কিসতিয়ে নূহ ঃ মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)	,,	Rs. 1·25
● Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
● আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব ঃ মৌলবী মোহাম্মাদ	,,	Rs. 1·00
● The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
● ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
● তফসীরে সাগীর ঃ মির্যা বশিরুদ্দিন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ		Rs, 23·75
● ইসলামেই নবুয়্যাত :	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
● ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs. 0·50
● রাহে ঈমান ঃ		Rs. 1·00
● Karachi Majlish Khuddamul Ahmadiyya Souvenir		Rs. 3·00

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার মত পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান
জেনারেল সেক্রেটারী
আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া
৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works.
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.